ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. (মাস্টার অব ফিলোসফি) ও পিএইচ.ডি. (ডক্টর অব ফিলোসফি) প্রবিধান (নীতিমালা) ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)

ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা-১২৩১

প্রথম অধ্যায়: আইনি ভিত্তি, সংজ্ঞা ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি

(১.১) আইনি ভিত্তি

মাদরাসা শিক্ষায় জ্ঞানের বিকাশ, বিস্তার ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচির আধুনিকীকরণ ও উন্নতিসাধন এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার গুণগতমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মহান জাতীয় সংসদে ২০১৩ সালে ৩৭ নং আইন পাশের মাধ্যমে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদালয়ের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. সংক্রান্ত একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা প্রয়োজন। এজন্য ইসলামি আরবি বিশ্ববিদালয় আইন ২০১৩ এর ধারা-(৪৮)/(১) মোতাবেক এই প্রবিধান/নীতিমালা প্রণয়ণ করা হলো। এটি একাডেমিক কাউন্সিলের ১৪তম সভার সিদ্ধান্ত-০৬ এর অধীনে পুনর্গঠিত 'এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি' কর্তৃক প্রণীত; যা একাডেমিক কাউন্সিলের ১৫তম সভার সিদ্ধান্ত-০৪ এবং সিন্ডিকেটের ২৭তম সভার সিদ্ধান্ত-১৩ মোতাবেক অনুমোদন হয়। পরবর্তীতে 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' কর্তৃক পুনরায় ২০২৫ সালে সংশোধিত হয়।

(১.২) এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. নীতিমালা

একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গবেষণা প্রস্তাব (সিনোপসিস) গৃহীত হওয়ার পর উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণাকর্ম সফলতার সাথে সম্পন্ন করার স্বীকৃতিস্বরূপ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. (মাস্টার অব ফিলোসফি) এবং পিএইচ.ডি. (ডক্টর অব ফিলোসফি) ডিগ্রি প্রদান করবে।

(১.৩) শিরোনাম

এই নীতিমালার নাম হবে **'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. (মাস্টার অব ফিলোসফি) ও পিএইচ.ডি. (ডক্টর অব ফিলোসফি) প্রবিধান (নীতিমালা) ২০২৩ (সংশোধিত-২০২৫)'**।

(১.৪) সংজ্ঞা

প্রসঙ্গ বা বিষয়ের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়-

(ক) 'বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১৩ এর ধারা-৪ এর অধীন স্থাপিত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় (Islamic Arabic University);

(খ) 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়' অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে স্থাপিত স্বায়ত্বশাসিত ও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ;

(গ) 'সিন্ডিকেট' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ এর ধারা-(২০) এর অধীনে গঠিত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট;

(ঘ) 'একাডেমিক কাউন্সিল' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ এর ধারা-(২৩) এর অধীনে গঠিত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল;

(ঙ) 'বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজ' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ এর প্রথম সংবিধির ধারা-(১১) এর অধীনে গঠিত ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজ;

(চ) 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ এর ধারা-(১৯) অনুযায়ী ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ;

(ছ) 'ভাইস-চ্যান্সেলর' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর;

(জ) 'প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর;

(ঝ) 'ডীন' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রসমূহের প্রধান;

(ঞ) 'রেজিস্ট্রার' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার;

(ট) 'পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক;

(ঠ) 'কেন্দ্র' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩ এর ধারা-২৫ অনুযায়ী কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র, ফাজিল (স্নাতক) শিক্ষা বিষয়ক কেন্দ্র এবং কারিকুলাম উন্নয়ন ও মূল্যায়ন কেন্দ্র;

(ড) 'অধিভুক্ত মাদরাসা' অর্থ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদালয় কর্তৃক স্বীকৃত এবং অধিভুক্ত ফাজিল (স্নাতক) ও কামিল (স্নাতকোত্তর) পর্যায়ের কোনো মাদরাসা।

(১.৫) উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি

ক) এম.ফিল., পিএইচ.ডি. এবং অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত **'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'** নামে নিম্নরূপে একটি গবেষণা পরিচালনা কমিটি গঠিত হবে,

(১) ভাইস চ্যান্সেলর, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় - সভাপতি
(২) প্রো ভাইস চ্যান্সেলর (সকল), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৩) ডীন (সকল কেন্দ্র), ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৪) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপক ২ (দুই) জন (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
(৫) অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৪ (চার) জন অধ্যাপক (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
(৬) অধিভুক্ত কামিল মাদরাসার পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী ৪ (চার) জন অধ্যক্ষ (ভাইস চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
(৭) পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য
(৮) রেজিস্ট্রার, ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় - সদস্য সচিব

খ) অনুচ্ছেদ-(১.৫) এর উপ-অনুচ্ছেদ-(ক) এর অধীনে গঠিত 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর মনোনীত সদস্যবৃন্দের মেয়াদ হবে ২ (দুই) বছর।

গ) কমিটির কর্মপরিধি

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর অধীনে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. প্রার্থীদের ভর্তি সম্পন্ন করা ও ভর্তিকৃতদের গবেষণা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাজের ব্যবস্থা করা এবং এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুপারিশ 'বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজ', 'একাডেমিক কাউন্সিল' ও 'সিন্ডিকেট' বরাবর পেশ করা। যথা:

১. এম.ফিল., পিএইচ.ডি. ও অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত সকল আবেদনের প্রাথমিক বাছাইয়ের কাজ করা।
২. এম.ফিল., পিএইচ.ডি. এবং অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত সকল আবেদনপত্রে সুপারিশ করা এবং যাদের সুপারিশ করা হবে না তাদের আবেদন সুপারিশ না করার কারণ উল্লেখপূর্বক অগ্রায়ণ করা।
৩. সুপারভাইজার কর্তৃক সুপারিশকৃত সিনোপসিস মূল্যায়ন করা।
৪. এম.ফিল., পিএইচ.ডি. ও অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করা।
৫. গবেষকের অনুমোদিত কোর্স-ওয়ার্ক সংশ্লিষ্ট প্রেজেন্টেশন ও এম.ফিল., পিএইচ.ডি. এবং অন্যান্য গবেষণা সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজন করা।
৬. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রবন্ধ/থিসিসের শিরোনাম পরিবর্তন, সুপারভাইজার পরিবর্তন এবং গবেষকদের অবস্থান পরিবর্তন, যেমন: পূর্ণকালীন গবেষক হতে খণ্ডকালীন গবেষক অথবা খণ্ডকালীন গবেষক হতে পূর্ণকালীন গবেষক-এ রূপান্তর সংক্রান্ত সুপারিশ করা।
৭. সুপারিশকৃত ফেলোশীপ/বৃত্তি/গবেষণা সহকারীর শর্তাবলি সংযোজন-বিয়োজনের সুপারিশ করা।
৮. পরীক্ষা কমিটি গঠনের সুপারিশ করা।
৯. এম.ফিল., পিএইচ.ডি. এবং উচ্চতর গবেষণা সংক্রান্ত উদ্ভূত চাহিদার আলোকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুপারিশ করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়: এম.ফিল. সংক্রান্ত নীতিমালা

(২.১) এম.ফিল. ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা

(ক) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাজিল (স্নাতক) অনার্স/ফাজিল (স্নাতক) পাস/সমমান এবং কামিল (স্নাতকোত্তর)/সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম ৫০% নম্বর বা জিপিএ-৫ স্কেলে ৩.৫০ অথবা সিজিপিএ-৪ স্কেলে ৩.০০ থাকতে হবে।

(খ) প্রার্থীকে দাখিল/সমমান ও আলিম/সমমান উভয় পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ অথবা জিপিএ-৫ স্কেলে ৩.৫০ থাকতে হবে।

(গ) বিদেশি শিক্ষার্থী/বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারী প্রার্থীকে আবেদনের পূর্বে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্টিফিকেট সমতা বিধান কমিটি' কর্তৃক সার্টিফিকেট সমতা বিধান করতে হবে।

(২.২) এম.ফিল. ভর্তি সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলি ও কোর্স-ওয়ার্ক

ক) ভর্তির প্রক্রিয়া

১. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রতি বছর একবার ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

২. প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তপূরণকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

৩. **'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'** কর্তৃক প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর প্রার্থীকে অবশ্যই নির্ধারিত পদ্ধতিতে (লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক) ভর্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হবে।

৪. সিন্ডিকেট কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের ১ (এক) মাসের মধ্যে নির্বাচিত প্রার্থীকে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। তবে নির্ধারিত তারিখের পর প্রতিদিন ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে ভর্তি হতে পারবে। ভর্তির তারিখ থেকে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ কার্যকর হবে।

খ) এম.ফিল. কোর্সের মেয়াদ

১. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত এম.ফিল. প্রোগ্রামের মেয়াদ রেজিস্ট্রেশনের তারিখ হতে ২ (দুই) বছর। এই ক্ষেত্রে একজন গবেষক প্রথম পর্বে কোর্স-ওয়ার্ক সম্পন্ন করবে এবং ২য় পর্বে থিসিস সম্পন্ন করবে।

২. নির্ধারিত ফি জমা দেওয়া সাপেক্ষে সুপারভাইজার এবং ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে এম.ফিল. রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৪ (চার) বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

৩. বিশেষ ক্ষেত্রে সুপারভাইজার এবং ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর সুপারিশক্রমে ভাইস চ্যান্সেলর থিসিস জমাদানের সময় সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বাড়াতে পারবেন। যদি ভাইস চ্যান্সেলর থিসিস জমাদানের সময় বৃদ্ধি না করেন তাহলে রেজিস্ট্রেশন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। তবে সুপারভাইজার এবং ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর সুপারিশের প্রেক্ষিতে উক্ত গবেষক পুনরায় এম.ফিল. প্রোগ্রামে ভর্তি হতে পারবেন।

গ) দ্বিতীয় পর্বে ভর্তি

এম.ফিল. কোর্স-ওয়ার্ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ গবেষককে নির্ধারিত ফি প্রদান করে ফলাফল প্রকাশের ১ (এক) মাসের মধ্যে দ্বিতীয় পর্বে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। তবে নির্ধারিত তারিখের পর প্রতিদিন ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা হারে বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে ভর্তি হতে পরেবেন।

ঘ) তত্ত্বীয় কোর্স ও মৌখিক পরীক্ষা

১. নির্ধারিত সিলেবাস অনুযায়ী কোর্স-ওয়ার্ক পরিচালিত হবে। এম.ফিল. প্রোগ্রামে সর্বমোট ৪০০ নম্বরের (৪×৩=১২ ক্রেডিট) কোর্স-ওয়ার্কের মধ্যে ৩০০ নম্বরের ৩ (তিন) টি তত্ত্বীয় কোর্স থাকবে। উক্ত তিনটির মধ্যে গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) কোর্সটি সকলের জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে। প্রতিটি ১০০ নম্বর (৩ ক্রেডিট) করে ৩টি তত্ত্বীয় কোর্স এবং ১০০ নম্বরের (৩ ক্রেডিট) মৌখিক পরীক্ষা প্রথম পর্বে সম্পন্ন করতে হবে।

২. প্রতি তত্ত্বীয় কোর্সে ১০০ নম্বরের (৩ ক্রেডিট) পরীক্ষার জন্য ৪ ঘণ্টা সময় নির্ধারিত থাকবে। তত্ত্বীয় ও মৌখিক পরীক্ষায় গড়ে পাশ নম্বর ৫০% বা সিজিপিএ-৪.০০ স্কেলে ২.৭৫। কোনো একটি কোর্সের পরীক্ষায় ৪০% এর কম নম্বর হলে তা গণনা করা হবে না। প্রার্থীকে তত্ত্বীয় ও মৌখিক পরীক্ষায় পৃথকভাবে পাশ করতে হবে। প্রার্থী তত্ত্বীয় ও মৌখিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে তিনি অকৃতকার্য বিষয়ে পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের সাথে সম্পূরক (Supplementary) পরীক্ষা হিসেবে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এধরনের সুযোগ প্রার্থী মাত্র একবার পাবেন ।

ঙ) কোর্স-ওয়ার্ক পরীক্ষা

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এম.ফিল. গবেষককে পরীক্ষার ফরমপূরণ ও ফি প্রদান করতে হবে।

২. ডীন, কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র 'পরীক্ষা কমিটি' প্রস্তাব করবেন। ১ (এক) জন সভাপতি ও ৩ (তিন) জন সদস্যের সমন্বয়ে পরীক্ষা কমিটি গঠিত হবে। 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর ডীন পদাধিকার বলে কমিটির সভাপতি হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষকদের মধ্য থেকে সহকারী অধ্যাপক/তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার ২ (দুই) জন শিক্ষক সদস্য থাকবেন। অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন অধ্যাপক বহিঃসদস্য হবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ শিক্ষকের অবর্তমানে অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা যাবে।

৩. পরীক্ষা কমিটির কোনো সদস্য ৬ (ছয়) মাসের বেশি ছুটি/অন্য কোনো কারণে অনুপস্থিত থাকলে তাঁর পদ শূন্য হবে এবং যথাসম্ভব তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। কোনো সদস্যের অনুপস্থিতির কারণে পরীক্ষা বাধাগ্রস্ত করা যাবে না।

৪. এম.ফিল. প্রোগ্রামের একজন গবেষককে গবেষণাকালে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ১ (এক)টি সেমিনার করতে হবে।

চ) ফেলোশীপ/বৃত্তি

এম.ফিল. প্রোগ্রামে ফেলোশীপ/বৃত্তির আবেদনকারীদের জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষে এম.ফিল. ১ম পর্ব পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে মেধাতালিকা অনুযায়ী ১৫ (পনের) জনকে ফেলোশীপ/বৃত্তি প্রদান করা হবে। গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এ গবেষণা বিষয়ে আর্থিক কোনো সহযোগিতা পেলে এই ফেলোশীপ/বৃত্তি ভোগ করার জন্য বিবেচিত হবেন না। ১ম পর্ব পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ গবেষককে ফেলোশীপ/বৃত্তি প্রদান করা হবে না। ফেলোশীপ/বৃত্তি গ্রহণ করে কোনো গবেষক গবেষণা সমাপ্ত না করলে গৃহীত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত দিতে হবে। গবেষক রেজিস্ট্রেশনের প্রথম মেয়াদে থিসিস জমা দিতে ব্যর্থ হলে বর্ধিত মেয়াদে বৃত্তি প্রাপ্ত হবেন না। গবেষকদের সংখ্যা বিবেচনা করে 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' মেধাতালিকা অনুযায়ী গবেষকদের মধ্য থেকে ফেলোশীপ/বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সংখ্যা কম বেশি করাসহ ফেলোশীপ/বৃত্তির বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

(২.৩) পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রূপান্তর

১. এম.ফিল. প্রোগ্রামে প্রথম পর্বে তত্ত্বীয় ও মৌখিক পরীক্ষায় পৃথকভাবে ন্যূনপক্ষে ৭০% নম্বর, গবেষণায় অগ্রগতি সন্তোষজনক এই মর্মে সুপারভাইজার ও 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপারিশ এবং এম.ফিল. কোর্স-ওয়ার্ক চলাকালীন স্বীকৃতমানের গবেষণা জার্নালে ১ (এক)টি প্রকাশনা এবং ১ (এক)টি সেমিনার থাকলে গবেষক পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রূপান্তরের জন্য আবেদন করতে পারবেন।

২. যদি কোনো গবেষক পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রূপান্তর করতে চান এবং সকল শর্ত পূরণ করেন তাহলে তাঁকে ডীন, কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র বরাবর আবেদন করতে হবে। 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' উক্ত আবেদন নিরীক্ষাপূর্বক অনুমোদনের জন্য 'বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজ' এবং 'একাডেমিক কাউন্সিল'-এ প্রেরণ করবেন।

(২.৪) ছুটি (এম.ফিল.)

১. ফেলোশীপপ্রাপ্ত গবেষককে কোর্স চলাকালীন পূর্ণ ছুটিতে থাকতে হবে।

২. একজন এম.ফিল. গবেষক পূর্ণকালীন অধ্যয়নরত হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য আবেদন করবেন। আবেদনপত্রের সাথে চাকরিরত প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তিপত্র (No Objection Certificate) জমা দিতে হবে।

৩. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকর্তার নিকট হতে কমপক্ষে ১ (এক) বছরের ছুটি নিয়ে এম.ফিল. প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মকর্তাগণকে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিতে হবে।

(২.৫) সুপারভাইজার ও সেমিনার সংক্রান্ত

ক) এম.ফিল. ডিগ্রির সুপারভাইজার সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হতে সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার মনোনীত হবেন। তবে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী সহকারী অধ্যাপকগণ সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার হতে পারবেন।

২. ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে এম.ফিল. প্রোগ্রামের সুপারভাইজার হতে পারবেন।

৩. একজন সুপারভাইজার দেশের মধ্যে লিয়েন/ডেপুটেশনে থাকলে তিনি সুপারভাইজার হিসেবে বহাল থাকতে পারবেন।

৪. একজন সুপারভাইজার শিক্ষা ছুটিতে থাকলে অথবা স্যাবাটিক্যাল ছুটিতে (Sabbatical leave) ১ (এক) বছরের অধিক সময় থাকলে তিনি সুপারভাইজার থাকতে পারবেন না। তবে তিনি কো-সুপারভাইজার হিসেবে থাকতে পারবেন।

৫. একজন সুপারভাইজার (এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.) এককভাবে ৮ (আট) জন এবং যৌথভাবে ১০ (দশ) জন গবেষকের তত্ত্বাবধান করতে পারবেন।

৬. গবেষকের সাথে রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক বা নিকটাত্মীয়তা রয়েছে, এমন কেউ উক্ত গবেষকের সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার হতে পারবেন, তবে পরীক্ষক হতে পারবেন না।

খ) সুপারভাইজার পরিবর্তন

কোনো গবেষক বিধি মোতাবেক তাঁর সুপারভাইজার পরিবর্তন করতে চাইলে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সুপারভাইজার ও প্রস্তাবিত সুপারভাইজারের সম্মতি থাকা আবশ্যক। তবে সুপারভাইজারের অবর্তমানে 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপারিশক্রমে 'একাডেমিক কাউন্সিল'-এর অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন সুপারভাইজার নিয়োগ করা যাবে।

গ) গবেষণা অগ্রগতির রিপোর্ট

কোর্স-ওয়ার্ক (লিখিত ও মৌখিক) পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর গবেষক প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর সুপারভাইজারের সুপারিশসহ গবেষণার অগ্রগতির রিপোর্ট ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর নিকট পেশ করবেন।

ঘ) গবেষকের সেমিনার উপস্থাপন

থিসিস জমা দেওয়ার ন্যূনতম ৩ (তিন) মাস পূর্বে গবেষককে সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার, 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' ও কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং আমন্ত্রিত অতিথিদের সামনে গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হবে।

(২.৬) থিসিস জমাদান, মূল্যায়ন ও ডিগ্রি প্রদান

ক) থিসিস জমাদান

১. থিসিস লেখার মাধ্যম হবে বাংলা/আরবি/ইংরেজি। তবে 'একাডেমিক কাউন্সিল'-এর অনুমোদনক্রমে দেশের প্রচলিত অন্য যে কোনো ভাষায় থিসিস রচনা করা যাবে।

২. গবেষক সুপারভাইজারের সুপারিশসহ ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর নিকট মোট ৫ (পাঁচ) কপি থিসিস জমা দিবে। প্রতিটি থিসিস কম্পিউটারে প্রিন্টেড ও সেলাইকৃত হার্ড কভারে বাঁধাইকৃত হতে হবে।

৩. থিসিসের সফটকপি 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর নির্ধারিত ই-মেইলে প্রেরণ করবেন।

৪. থিসিস জমা দেওয়ার পূর্বে লাইব্রেরিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ থেকে গবেষককে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৫. সেমিনার রিপোর্ট ও থিসিসের মূল কপির সাথে সুপারভাইজার কর্তৃক সত্যায়িত একটি সারসংক্ষেপ (Abstract) জমা দিতে হবে।

৬. থিসিস জমা দেওয়ার সময় গবেষককে তার গবেষণাকর্মের বিপরীতে চৌর্যবৃত্তি (Plagiarism) সংক্রান্ত বিষয়ে ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র' কর্তৃক প্রদত্ত একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

খ) থিসিস মূল্যায়ন

১. 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপারিশের ভিত্তিতে থিসিস পরীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য ৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নিম্নরূপে একটি পরীক্ষা কমিটি গঠিত হবে:

ক. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী ১ (এক) জন অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক (সভাপতি)।

খ. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় হতে পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী ১ (এক) জন অধ্যাপক/ সহযোগী অধ্যাপক (সদস্য)।

গ. সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার (সদস্য)।

একাডেমিক কাউন্সিলে এই কমিটি অনুমোদিত হতে হবে এবং একই সাথে সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার ব্যতীত কমিটির অন্য সকল সদস্যের বিকল্প সদস্য অনুমোদিত থাকতে হবে। (যেমন, পরীক্ষা কমিটির সভাপতি অধ্যাপক 'ক' এবং একই সাথে অধ্যাপক 'খ' কে বিকল্প সভাপতি হিসেবে রাখতে হবে)।

২. ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র' জমাকৃত থিসিস পরীক্ষণের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে পরীক্ষা কমিটির সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩. থিসিসের জন্য ডিগ্রি দেওয়া যেতে পারে মর্মে সকল পরীক্ষক তাঁদের পৃথক রিপোর্ট ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর নিকট পাঠালে তিনি মৌখিক পরীক্ষা আয়োজনের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা কমিটির সভাপতির প্রস্তাব মোতাবেক ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর সাথে পরামর্শক্রমে মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উল্লেখ্য যে, এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

৪. কোনো পরীক্ষক থিসিসটি সন্তোষজনক নয় বা সংশোধন ও পরিমার্জন করতে হবে মর্মে রিপোর্ট প্রদান করলে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি বিষয়টি ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-কে অবহিত করবেন। পরীক্ষা কমিটির সভাপতির মতামতের ভিত্তিতে ডীন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫. মৌখিক পরীক্ষায় একজন প্রার্থী অকৃতকার্য হলে পরীক্ষা কমিটি উক্ত মৌখিক পরীক্ষার সর্বোচ্চ ০৬ মাসের মধ্যে পুনরায় মৌখিক পরীক্ষার সুযোগদানের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করতে পারবেন। এ ধরনের সুপারিশ মাত্র একবার করা যাবে।

৬. গবেষকের উক্ত গবেষণাকর্ম অথবা অংশবিশেষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে কোনো ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত অথবা প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা ডিগ্রির জন্য বিবেচিত হবে না।

৭. গবেষণাকর্মে চৌর্যবৃত্তি (Plagiarism) প্রমাণিত হলে গবেষণাকর্ম সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গবেষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) ডিগ্রি প্রদান

১. পরীক্ষা কমিটি থেকে প্রাপ্ত একীভূত ইতিবাচক ফলাফলের রিপোর্ট একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপিত হলে একাডেমিক কাউন্সিল সিন্ডিকেটের নিকট গবেষককে ডিগ্রি প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে।

২. একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট ডিগ্রি অনুমোদন করবে।

৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত এবং ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

তৃতীয় অধ্যায়: পিএইচ.ডি. সংক্রান্ত নীতিমালা

(৩.১) পিএইচ.ডি. ভর্তির শিক্ষাগত ও অন্যান্য যোগ্যতা

ক) প্রার্থীকে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল./সমমানের ডিগ্রিধারী হতে হবে।

অথবা

প্রার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকতা/বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত মাদরাসা/সমমান প্রতিষ্ঠানে ফাজিল (স্নাতক) বা কামিল (স্নাতকোত্তর)/সমমান পর্যায়ে ৩ (তিন) বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকলে, শিক্ষাজীবনে ন্যূনতম ২ (দুই) টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি, সিজিপিএ-৪ স্কেলে ৩.০০/সিজিপিএ-৫ স্কেলে ৩.৫০ এবং সকলের ক্ষেত্রে স্বীকৃতমানের জার্নালে কমপক্ষে ২ (দুই) টি প্রকাশনা থাকলে তিনি পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।

অথবা

প্রার্থীর স্বীকৃতমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছরের গবেষণা সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতা অথবা সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত/আধাস্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছরের চাকুরির অভিজ্ঞতা থাকলে, শিক্ষা জীবনে ন্যূনতম ২ (দুই) টি প্রথম বিভাগ/শ্রেণি, সিজিপিএ-৪ স্কেলে ৩.০০/সিজিপিএ-৫ স্কেলে ৩.৫০ এবং সকলের ক্ষেত্রে স্বীকৃতমানের জার্নালে কমপক্ষে ২ (দুই) টি প্রকাশিত প্রবন্ধ থাকলে তিনি পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য সরাসরি আবেদন করতে পারবেন।

খ) প্রার্থীকে সকল পরীক্ষায় ন্যূনতম দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণিসহ ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফাজিল (স্নাতক)/সমমান এবং কামিল (স্নাতকোত্তর)/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এজন্য প্রার্থীকে উভয় পরীক্ষায় ৫০% নম্বর বা জিপিএ-৫ স্কেলে ৩.৫ অথবা সিজিপিএ-৪ স্কেলে ৩.০০ থাকতে হবে।

গ) কোনো পরীক্ষায় তৃতীয় শ্রেণি/বিভাগ থাকলে তিনি আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

ঘ) 'ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয় ফেলোশীপ' প্রাপ্তির ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বয়স আবেদনের শেষ তারিখে অনধিক ৪৮ (আটচল্লিশ) বছর হতে হবে।

ঙ) বিদেশি শিক্ষার্থী/বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদধারী প্রার্থীকে আবেদনের পূর্বে ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সার্টিফিকেট সমতা বিধান কমিটি' কর্তৃক সার্টিফিকেট সমতা বিধান করতে হবে।

চ) এম.ফিল./সমমানের ডিগ্রিধারী ব্যাতীত ভর্তি ইচ্ছুক প্রার্থীকে গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) বিষয়ে ১০০ নম্বরের কোর্স পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে ন্যূনতম ৪০% নম্বর পেয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

(৩.২) পিএইচ.ডি. ভর্তি সংক্রান্ত সাধারণ নিয়মাবলি

ক. ভর্তির প্রক্রিয়া

১. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রতি বছর একবার ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হবে।

২. প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তপূরণকারীকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে।

৩. 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' কর্তৃক প্রাথমিক বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর প্রার্থীকে অবশ্যই নির্ধারিত পদ্ধতিতে (লিখিত/মৌখিক/ব্যবহারিক) ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৪. গবেষণার জন্য আবেদনকারীর গবেষণা শিরোনাম ও প্রস্তাবনা সংশ্লিষ্ট সুপারভাইজার কর্তৃক সুপারিশ সাপেক্ষে ভর্তি হতে পারবেন।

খ) পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের মেয়াদ

১. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পরিচালিত পূর্ণকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের মেয়াদ হবে ৪ (চার) বছর।

২. খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বছর। ৪ (চার) বছর পর থিসিস জমা দেওয়া যাবে। তবে কোনো গবেষক যদি ৪ (চার) বছর পূর্ণ হবার আগেই থিসিস জমা দিতে চান তাহলে সুপারভাইজার এবং 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপারিশসহ একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ বিবেচনায় তা জমা দিতে পারবেন।

৩. 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপারিশের ভিত্তিতে 'বোর্ড অব এডভান্সড স্টাডিজ' এবং 'একাডেমিক কাউন্সিল'-এর অনুমোদন ও প্রতি বছর সেশন ফি জমা প্রদান সাপেক্ষে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ আরোও ১ (এক) বছর করে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা যাবে। থিসিস জমা না দেওয়া পর্যন্ত প্রতি বছর একই সময়ে সেশন ফি জমা দিতে হবে। সময়মতো সেশন ফি জমা না দিলে নিয়মানুযায়ী বিলম্ব ফি প্রদান করতে হবে।

৪. বিশেষ অবস্থায় সুপারভাইজার এবং ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর সুপারিশক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর অনূর্ধ্ব ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করতে পারবেন।

গ) ফেলোশীপ/বৃত্তি

পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে ফেলোশীপ/বৃত্তির আবেদনকারীদের জন্য প্রতি শিক্ষাবর্ষে মেধার ভিত্তিতে ১০ (দশ) জনকে ফেলোশীপ/বৃত্তি প্রদান করা হবে। গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এ গবেষণা বিষয়ে আর্থিক কোনো সহযোগিতা পেলে এই ফেলোশীপ/বৃত্তি ভোগ করার জন্য বিবেচিত হবেন না। ফেলোশীপ/বৃত্তি গ্রহণ করে কোনো গবেষক গবেষণা সমাপ্ত না করলে গৃহীত টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফেরত দিতে হবে। গবেষক রেজিস্ট্রেশনের প্রথম মেয়াদে থিসিস জমা দিতে ব্যর্থ হলে বর্ধিত মেয়াদে বৃত্তি প্রাপ্ত হবেন না। গবেষকদের সংখ্যা বিবেচনা করে 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' মেধাতালিকা অনুযায়ী গবেষকদের মধ্য থেকে ফেলোশীপ/বৃত্তি প্রদান বিষয়ে সংখ্যা কম বেশি করাসহ ফেলোশীপ/বৃত্তির বিষয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

(৩.৩) ছুটি (পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম)

ক) ফেলোশীপপ্রাপ্ত গবেষককে কোর্স চলাকালীন পূর্ণ ছুটিতে থাকতে হবে।

খ) ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক/কর্মকর্তা ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত প্রার্থীদের নিয়োগকর্তার নিকট হতে কমপক্ষে ১ (এক) বছরের ছুটি নিয়ে পূর্ণকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে। ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরিরত এম.ফিল. ডিগ্রিধারী অথবা এম.ফিল. থেকে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে রূপান্তরিতদের ছুটি নেওয়া আবশ্যক নয়, তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামে যোগদান করতে হবে।

গ) খণ্ডকালীন পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে ছুটি নেওয়া বাধ্যতামূলক নয়। তবে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র (No Objection Certificate) জমা দিতে হবে।

(৩.৪) সুপারভাইজার ও সেমিনার সংক্রান্ত

ক) পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের সুপারভাইজার সংক্রান্ত নিয়মাবলি

১. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী অধ্যাপক/সহযোগী অধ্যাপকগণের মধ্য হতে সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার মনোনীত হবেন।

২. ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হলে পিএইচ.ডি. প্রোগ্রামের সুপারভাইজার হতে পারবেন।

৩. একজন সুপারভাইজার শিক্ষা ছুটিতে অথবা স্যাবাটিক্যাল ছুটিতে (Sabbatical leave) ১ (এক) বছরের অধিক সময় থাকলে তিনি সুপারভাইজার থাকতে পারবেন না। তবে তিনি কো-সুপারভাইজার হিসেবে থাকতে পারবেন।

৪. একজন সুপারভাইজার (এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি.) দুটো মিলে এককভাবে ৮ (আট) জন এবং যৌথভাবে ১০ (দশ) জন গবেষকের তত্ত্বাবধান করতে পারবেন।

৫. গবেষকের সাথে রক্তের সম্পর্ক, বৈবাহিক বা নিকটাত্মীয়তা রয়েছে, এমন কেউ উক্ত গবেষকের সুপারভাইজার হতে পারবেন, তবে পরীক্ষক হতে পারবেন না।

খ) সুপারভাইজার পরিবর্তন

কোনো গবেষক বিধি মোতাবেক তাঁর সুপারভাইজার পরিবর্তন করতে চাইলে তাঁকে নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে বর্তমান সুপারভাইজার ও প্রস্তাবিত সুপারভাইজারের সম্মতি থাকা আবশ্যক। তবে সুপারভাইজারের অবর্তমানে 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপারিশক্রমে 'একাডেমিক কাউন্সিল'-এর অনুমোদন সাপেক্ষে নতুন সুপারভাইজার নিয়োগ করা যাবে।

গ) গবেষণা অগ্রগতির রিপোর্ট

পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশনের পর গবেষক প্রতি ৬ (ছয়) মাস অন্তর সুপারভাইজারের সুপারিশসহ গবেষণার অগ্রগতির রিপোর্ট ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর নিকট পেশ করবেন।

ঘ) গবেষকের সেমিনার উপস্থাপন

১. গবেষক তাঁর গবেষণাকর্মের শিরোনাম, উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ বিষয়ে ভর্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে তার গবেষণা প্রস্তাবনা সংক্রান্ত একটি সেমিনার/প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করবেন। পরবর্তীতে গবেষণা চলাকালীন সময়ে ১ (এক) টি এবং থিসিস জমা দেওয়ার ৪ (চার) মাস পূর্বে গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে ১ (এক) টিসহ কমপক্ষে মোট ২ (দুই) টি সেমিনার করতে হবে।

২. গবেষককে সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার, 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' ও কমিটি কর্তৃক মনোনীত একজন বিষয় বিশেষজ্ঞ এবং আমন্ত্রিত অতিথিগণের সামনে গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হবে।

৩. উপস্থাপিত প্রবন্ধ গবেষণার বিষয় সংশ্লিষ্ট হতে হবে।

(৩.৫) থিসিস জমাদান, মূল্যায়ন ও ডিগ্রি প্রদান

ক) থিসিস জমাদান

১. পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হওয়ার ৪ (চার) বছরের মধ্যে গবেষককে থিসিস জমা দিতে হবে। তবে কমপক্ষে ৩ (তিন) বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে জমা দেওয়া যাবে না। ৩ (তিন) বছর পর থিসিস জমা দেওয়া যাবে। তবে কোনো গবেষক যদি ৩ (তিন) বছর পূর্ণ হবার আগেই থিসিস জমা দিতে চান তাহলে সুপারভাইজার এবং 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপারিশসহ একাডেমিক কাউন্সিলের অনুমোদন সাপেক্ষে বিশেষ বিবেচনায় তা জমা দিতে পারবেন।

২. থিসিস লেখার মাধ্যম হবে বাংলা/আরবি/ইংরেজি। তবে 'একাডেমিক কাউন্সিল'-এর অনুমোদনক্রমে প্রচলিত অন্য যে-কোনো ভাষায় থিসিস রচনা করা যাবে।

৩. গবেষক সুপারভাইজারের সুপারিশসহ ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর নিকট মোট ৫ (পাঁচ) কপি থিসিস জমা দিবেন। প্রতিটি থিসিস কম্পিউটারে প্রিন্টেড ও সেলাইকৃত হার্ড কভারে বাঁধাইকৃত হতে হবে।

৪. থিসিসের সফট কপি কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র নির্ধারিত ই-মেইলে প্রেরণ করবেন।

৫. থিসিস জমা দেওয়ার পূর্বে লাইব্রেরিসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিভাগ থেকে গবেষকগণকে ছাড়পত্র নিতে হবে।

৬. সেমিনার রিপোর্ট ও থিসিসের মূল কপির সাথে সুপারভাইজার কর্তৃক একটি সত্যায়িত অ্যাবস্ট্রাক্ট জমা দিতে হবে।

৭. থিসিস জমা দেওয়ার পূর্বে তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্বীকৃতমানের জার্নালে একক অথবা 1st author/corresponding author হিসেবে অন্তত ১ (এক)টি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে হবে। Predatory Journal, Conference Proceedings, Book Chapter গৃহীত হবে না। প্রকাশিত প্রবন্ধ থিসিসের সাথে জমা দিতে হবে।

৮. থিসিস জমা দেওয়ার সময় গবেষককে অনুচ্ছেদ-(৩.৪) এর উপ-অনুচ্ছেদ-(ঘ)/ (১)-এ বর্ণিত দুইটি সেমিনার আয়োজনের প্রমাণপত্র জমা দিতে হবে।

৯. থিসিস জমা দেওয়ার সময় গবেষককে তার গবেষণাকর্মের বিপরীতে চৌর্যবৃত্তি (Plagiarism) সংক্রান্ত বিষয়ে ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র' কর্তৃক প্রদত্ত একটি রিপোর্ট জমা দিতে হবে।

খ) থিসিস মূল্যায়ন

১. 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সুপরিশের ভিত্তিতে থিসিস মূল্যায়নের জন্য ৩ (তিন) জন পিএইচ.ডি. ডিগ্রিধারী সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপকের সমন্বয়ে 'থিসিস পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি' নামে নিম্নরূপে একটি কমিটি গঠিত হবে;

ক. ইসলামি আরবি বিশ্ববিদ্যালয়/দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ (এক) জন অধ্যাপক (সভাপতি)।

খ. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দেশের বাইরের কোনো স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ (এক) জন সহযোগী অধ্যাপক/অধ্যাপক (সদস্য)।

গ. সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার (সদস্য)।

একাডেমিক কাউন্সিলে এই কমিটি অনুমোদিত হতে হবে এবং সুপারভাইজার/কো-সুপারভাইজার ব্যতীত কমিটির অন্য সকল সদস্যের বিকল্প সদস্য অনুমোদিত থাকতে হবে। (যেমন, 'থিসিস পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি'-এর সভাপতি অধ্যাপক 'ক' এবং একই সাথে অধ্যাপক 'খ' কে বিকল্প সভাপতি হিসেবে রাখতে হবে)।

২. ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র' জমাকৃত থিসিস পরীক্ষণের জন্য পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মাধ্যমে 'থিসিস পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি'-এর সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করবেন।

৩. থিসিসের জন্য ডিগ্রি দেওয়া যেতে পারে মর্মে সকল পরীক্ষক তাঁদের পৃথক রিপোর্ট ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর নিকট পাঠালে তিনি মৌখিক পরীক্ষা আয়োজনের জন্য রিপোর্টসমূহ পরীক্ষা কমিটির সভাপতির নিকট প্রেরণ করবেন। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক পরীক্ষা কমিটির সভাপতি প্রস্তাব মোতাবেক ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর সাথে পরামর্শক্রমে মৌখিক পরীক্ষার স্থান, তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন। উল্লেখ্য যে, এতদসংক্রান্ত সকল কার্যক্রম ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-এর তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হবে।

৪. কোনো পরীক্ষক থিসিসটি সন্তোষজনক নয় বা সংশোধন ও পরিমার্জন করতে হবে মর্মে রিপোর্ট প্রদান করলে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি বিষয়টি ডীন, 'কামিল (স্নাতকোত্তর) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র'-কে অবহিত করবেন। পরীক্ষা কমিটির সভাপতির মতামতের ভিত্তিতে ডীন পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৫. মৌখিক পরীক্ষায় একজন প্রার্থী অকৃতকার্য হলে 'থিসিস পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন কমিটি' উক্ত মৌখিক পরীক্ষার সর্বোচ্চ ০৬ মাসের মধ্যে পুনরায় মৌখিক পরীক্ষার সুযোগদানের জন্য একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট সুপারিশ করতে পারবেন। এ ধরনের সুপারিশ মাত্র একবার করা যাবে।

৬. গবেষকের উক্ত গবেষণাকর্ম অথবা অংশবিশেষ কোনো বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠানে ইতোমধ্যে কোনো ডিগ্রির জন্য অনুমোদিত অথবা প্রকাশিত হয়ে থাকলে তা ডিগ্রির জন্য বিবেচিত হবে না।

৭. গবেষণাকর্মে চৌর্যবৃত্তি (Plagiarism) প্রমাণিত হলে গবেষণাকর্ম সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে এবং গবেষকের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

গ) ডিগ্রি প্রদান

১. পরীক্ষা কমিটি থেকে প্রাপ্ত একীভূত ইতিবাচক ফলাফলের রিপোর্ট একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপিত হলে একাডেমিক কাউন্সিল সিন্ডিকেটের নিকট গবেষককে ডিগ্রি প্রদানের জন্য সুপারিশ করবে।

২. একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী সিন্ডিকেট ডিগ্রি অনুমোদন করবে।

৩. পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত এবং ভাইস চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ফলাফল প্রকাশ করবেন।

চতুর্থ অধ্যায়: বিবিধ

১. বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গঠিত কমিটিসমূহের সভাগুলোতে সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ যেরূপ সম্মানী ও আর্থিক সুবিধাপ্রাপ্ত হন 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি'-এর সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ সেরূপ সম্মানী পাবেন।

২. এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. প্রোগ্রাম পরিচালনা, টিএ, ডিএ, রিফ্রেশমেন্ট, ফেলোশীপ/বৃত্তি, সভা ও পরীক্ষা সংক্রান্ত এবং সংশ্লিষ্ট ক্রয়সহ অন্যান্য যাবতীয় ব্যয় বাজেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩. প্রশ্ন মডারেশন কমিটি, কোর্স পরীক্ষা কমিটি ও মৌখিক পরীক্ষা কমিটি সংক্রান্ত সভায় আপ্যায়ন বাবদ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা (জনপ্রতি) হারে ব্যয় করা যাবে।

৪. এই নীতিমালা সংক্রান্ত যে-কোনো ধরনের সংশোধন, পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজনের প্রয়োজন হলে 'উচ্চতর ডিগ্রি ও গবেষণা পরিচালনা কমিটি' সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একাডেমিক কাউন্সিলে সুপারিশ প্রেরণ করবে। একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত হলেই কেবল তা কার্যকর হবে।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল, সিন্ডিকেট ও সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় যে সকল আইন/বিধি/সংবিধি/প্রবিধি/নীতিমালা প্রণীত হবে এবং তাতে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. সংশ্লিষ্ট কোনো বিষয় থাকলে তা এই নীতিমালার অংশ হিসেবে গণ্য হবে।